যুগান্তর

তারিখ 01 FEB 2005
পৃষ্ঠা ৪

ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা

যোগাযোগের আন্তর্জাতিক ভাষা মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হইতেছে ইংরেজি। ভাষাবিদদের নিকট উহা লিঙ্গুয়াফ্রাংকা হিসেবে চিহ্নিত। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার এই কালে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিতেছে। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নহে। মূলত গত শতাব্দীর আটের দশকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রায়নের সুবাদে জেলা ও উপজেলা শহরে গড়িয়া উঠে ইংরেজি শিক্ষার কিন্ডারগার্টেন স্কুল। পরবর্তীকালে প্রাথমিক-মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের শিক্ষায় ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করার কতটা কি [illegible] হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য। আজ পর্যন্ত রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের বিত্তবানরা শিশুদের কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াইয়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট। শিশুদের অর্ডিনারি লেভেল (ও লেভেল), অ্যাডভান্স লেভেল (এ লেভেল) পর্যন্ত পড়াইয়া ভাষা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কারিকুলামের অনুবর্তী করে তোলেন অভিভাবকরা। ফলে দেশীয় বৃহত্তর অংশের শিশুরা শিক্ষিত হইতেছে এক ধারায়, ধনীর দুলালরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়। ইহাতে এই দুই অর্থনৈতিক শ্রেণীর মতো শিক্ষাদীক্ষায়ও ব্যবধান বাড়িয়া চলিতেছে। যাহারা কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যমে সন্তানদের পড়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, তাহারা জানেন না যে, তাহার শিশু ভিনদেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য পরম্পরার বিষয়-আশয় শিখিলেও নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য পরম্পরা সম্পর্কে তেমন কিছুই শিখে নাই। সেই সুযোগও নাই। ইহার কারণ ঐ মাধ্যমে পড়াশোনা বিষয়ে যেমন নাই সরকারের কোন নীতিমালা তেমনি নাই কারিকুলামের কোন বাধ্যবাধকতা। অধিকাংশ স্কুল ব্রিটিশ কারিকুলাম অনুসরণ করিয়া শিখাইতেছে ভিন দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্যাটার্ন। ঐ সকল শিশু যে নিজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহার খবর কে রাখে? আমরা মনে করি, ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনগুলির কারিকুলাম দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য পরম্পরা লইয়া তৈরি করা অতীব জরুরি। ভাষাটা শুধু ইংরেজি হইবে- বিষয় হইবে দেশের এবং দেশ ও জাতির রাজনৈতিক-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ঋদ্ধ। তাহা না হইলে ইংরেজি মাধ্যমের শিশুরা মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে চিনিতে পারিবেন না। আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস না শিখিয়াই তাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাইতেছে। ইহা যে স্বকীয় সংস্কৃতি বিসর্জনের একটি চোরাইপথ, পায়ে কুড়াল মারিবার একটি আত্মধ্বংসী প্রবণতা, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে সরকারকে। অন্যদিকে এই আত্মধ্বংসী প্রবণতা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশকেও টানিয়া লইতেছে, সেই অলীক শিক্ষার দিকে। কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি যদি শুধুই বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিতো, তাহা হইলে এই প্রশ্ন দেখা দিত না। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জায়গাগুলিতে ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্মারকগুলি দিয়া শূন্যস্থান পূরণ হইতেছে- যাহা শূন্যতার সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রবণতার রশি টানিয়া ধরিতে হইলে সরকারকে সর্বপ্রথম ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের কারিকুলাম দেশীয় ঐতিহ্য-ইতিহাস বিষয়কেন্দ্রিক করিয়া তুলিতে হইবে। দ্বিতীয়, এতদ্বিষয়ে একটি শিক্ষানীতিমালা নির্দেশ করিতে হইবে, যাহাতে ফুটিয়া উঠিবে বাংলাদেশের ছবি। আর প্রয়োগ ক্ষেত্রে স্কুলগুলি ও কিন্ডারগার্টেনগুলিতে নির্দেশ ও নীতিমালা মান্য হইতেছে কিনা, তাহার নজরদারিও কর্তৃপক্ষকে করিতে হইবে। আমাদের দেশে নির্দেশদান হয়তো হয় সহজেই কিন্তু উহার বাস্তবায়ন হইল কি হইল না, ইহা নজরদারি করিবার রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে। এই অনীহা বা কর্মউৎসাহহীনতা পরিত্যাজ্য হইলেই কেবল গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হইবে। কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির ক্ষেত্রে অতি দ্রুত পরামর্শ মতো পদক্ষেপ না লইলে ভবিষ্যতে মাথা চাপড়াইয়াও কোন ফল হইবে না।